অল্প-স্বল্প গল্প

কাইউম পারভেজ

।। সোহাগী।।

ছোট বেলা থেকেই সোহাগী একটু অন্য রকম। যতই বড় হচ্ছে ততই নিজেকে কেমন যেন একটু গুটিয়ে রাখতে চায়। খেলার সাথীদের সাথে মিশে যেতে পারে না। এক সময় খেলার সাথীরাও ওকে এড়িয়ে চলতে শুরু করে। সোহাগী লক্ষ্য করে ওর গলার স্বর কেমন যেন পুরুষালী হয়ে যাচ্ছে। বুঝতে পারে শরীরে কিছু পরিবর্তন আসছে। নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করে সোহাগী – আমি কি পুরুষ না মেয়ে? কাকে জিজ্ঞেস করবে? ততদিনে বাড়ীর সবাই সোহাগীকে একরকম বয়কট করে ফেলেছে। ওকে খেতে ডাকে না। ওর সাথে কথা বলে না। জন্মদাত্রী মাও মুখ ঘরিয়ে নেয়। সোহাগী নিভৃতে কাঁদে। বিধাতাকে কেঁদে কেঁদে প্রশ্ন করে – কি আমার দোষ? কি অন্যায় আমি করেছি যে আমাকে এমন শাস্তি পেতে হবে? আমার এ অবস্থার জন্য তো আমি দায়ী নই!

মনে পড়ে অনেক ছোট বেলায় ওদের পাশের বাড়ীতে রমিজার নতুন ভাই হলো। রমিজার মা সব সময় ওর ভাইয়ের কপালে বড় একটা কালো কাজলের টিপ দিয়ে রাখতো। একদিন হঠাৎ শুনতে পেলো রমিজাদের বাড়ীতে খুব হৈ চৈ। কিন্তু ঢোলের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। সোহাগী ছুটে গেলো রমিজাদের বাসায়। দেখে ওদের উঠনে চার পাঁচজন মহিলা কেমন করে যেন শাড়ী পরা। কেমন করে যেন গান গাইছে নাচছে তালি দিচ্ছে কিন্ত গলারস্বর পুরুষের মত! কিছুক্ষণ পর ওদের একজন দৌড়ে গিয়ে রমিজার সেই কপালের কালো টিপ দেয়া নতুন ছোট্ট ভাইটাকে নিয়ে এসে তাকে ঘিরে সব নাচতে থাকলো। রমিজার মা চিৎকার করে কাঁদছে তবু বাচ্চাটাকে নিয়ে ওরা ঘুরে ঘুরে নেচেই চলেছে। সোহাগী যেন শুনলো অন্যরা বলাবলি করছে -এরা হিজড়া। এরা না ছেলে না মেয়ে। কিন্তু কারো বাড়ীতে কোন অনুষ্ঠান হলে বা নতুন বাচ্চা হলে এরা এসে নাচ গান করে পয়সা নেয়।

সোহাগী ভাবে আমি কে তবে হিজড়া হয়ে যাচ্ছি বা হয়ে গেছি? সে জন্যে তো কেউ আমার সাথে মেশে না খায় না খেতে ডাকে না। আমি কি অছ্যুৎ? তবে কি আমি এই পরিবারের কেউ না। তবে আমি কোথায় যাবো। কারো কাছেই তার উত্তর নেই। একদিন মায়ের শাড়ী পরে মুখে কিছু প্রসাধনী লাগিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সোহাগী। মনে করার চেষ্টা করছে সেই রমিজাদের বাড়ীতে দেখা হিজড়াদের চেহারা গুলো। ওদের চাল চলন কথা বার্তা রঙ-ঢং। সেইভাবেই একা একা চলতে চলতে ভাবে কোথায় যাবে – কার কাছে যাবে সোহাগী? গোটা পৃথিবী তার অন্ধকার।

দিনের আলোতেও রাস্তায় যখন হেঁটে যায় পথচারীরা ওকে টিটকারী দেয় শীষ দেয়। কেউ আবার ধাওয়ানী দেয়। সোহাগী কাঁদে। দুদিন ধরে কিছু খায়নি। কত জায়গায় হাত পেতেছে একটু খাবারের জন্য। সবাই দূর দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছে। রাতে ফুটপাতে কুকুরের সাথে ঘুমিয়েছে। সেই-ই যেন ওকে একটু আশ্রয় দিয়েছে। ঝর্ণা কুকুরটাকে আদর করে। বলে তুই ছাড়া আমার আর কেউ নাইরে। তোর আমার একই জীবন। ফুটপাতই আমাগো ঠিকানা। তোর অপরাধ তুই কুত্তা হইয়া জন্মাইছোস আর আমার অপরাধ আমি ভালা মানুষ আস্তে আস্তে হিজড়া হইয়া গেলাম। আছিলাম ঝর্ণা হইয়া গেলাম হিজড়া। পোড়া কপাল আমার তুই ছাড়া আমারে সোহাগ করার আর কেউ নাইরে।

কে কইছে কেউ নাই – আমরা আছি। সোহাগী পিছন ফিরে দেখে সেই রমিজাদের বাড়ীতে যাদেরকে দেখেছিলো তাদের মত কয়েকজন। এই তোর নাম কি? ঝর্ণা। এইডা কি তোর মা-বাপের দেওয়া নাম? হ। ভুইল্লা যা। আইজ থাইক্কা ঝর্ণা মইরা গেছে। আইজ থেইক্কা তোর নাম হইলো গিয়া – তুই কইলি না তোরে সোহাগ করার কেউ নাই। তোরে আমরাই সোহাগ করুম। তুই হইলি গিয়া আমাগো সোহাগী। ল উঠ। কই যামু? আমাগো লগে যাবি আমাগো লগে থাকবি।

হিজড়া পরিবারের সদস্য সোহাগী। পরিবারের অন্য সদস্যদের কাছ থেকে জেনেছে জন্মের দোষ থাকলে মানুষ হিজড়া হয়। কেউ কেউ আবার ইচ্ছে করেও হিজড়া হয়ে যায়। ছেলে থেকে মেয়ে বা মেয়ে থেকে ছেলে। এখানে সোহাগীর বা তার বাবা মায়েরও কোন দোষ নেই। প্রকৃতি এবং বিজ্ঞানের এক খেলা। ক্রমোজম বিভ্রাটে (সোহাগীকে বোঝানো হয়েছে ধাতুর গন্ডগোল) ওর এই পরিনতি। এ সমাজ এটাকে সহজভাবে মেনে নেয় না তাই ওদের কোথাও ঠাঁই হয় না । ওরা না ঘরকা না ঘাট কা? ভিক্ষা আর নবাগত শিশু কোলে নিয়ে নাচানো আর বিয়ে বাড়ীতে উপদ্রব করে ওদের জীবিকা চলে। কুসংস্কার থেকে মানুষ বেরিয়ে আসছে বলে আজকাল আর নবাগত কোলে নিয়ে নাচানো হয় না। ইদানিং রাস্তার সিগনাল লাইটে লাল বাতিতে পথচারী এবং যানবাহনে যাত্রীদের কাছ থেকে এক রকম জোর জবরদস্তি করে যা আদায় করে তাতেই ওদের জীবন। সোহাগীর এমন করে চলতে খারাপ লাগে। মানুষ গালাগালি করে। করবেই তো। কিন্তু ওদের তো বাঁচার আর কোন পথ খোলা নেই। ওদেরকে কেউ কোন কাজ দেয় না। এমনকি সুইপারের চাকরীটাও না। ওদেরকে তো মানুষ বলেই কেউ মনে করে না। হয়তো বা কুত্তা বিলাই মনে করে। সেটা করলেও তো হতো – কুত্তা বিলাইকেও তো মানুষ খাইতে দেয়।

সোহাগী শুনেছে একটা কোম্পানী না কি যেন আছে তাগোরে সবাই কয় এনজিও। এই এনজিও স্যারেরা নাকি সরকাররে কইতাছে এই তৃতীয় লিঙ্গের মানুষদের জন্য

একটা কিছু করতে হবে। এরাও মাঝে মাঝে কিছু সাহায্য দেয়। সোহগীর খুব ভাল লেগেছে ওদেরকে এখন মানুষ মানুষ মনে করতেছে। ওদেরকে এখন তৃতীয় লিঙ্গের মানুষ হিসেবে গন্য করা হচ্ছে। সোহাগী এনজিও স্যারে গো কাছে শুনেছে পৃথিবীর অন্যান্য দেশে এই তৃতীয় লিঙ্গের মানুষরা নাকি অন্যান্য মানুষের মতই চলা ফেরা কাজ কর্ম করে। ভারতেই নাকি সুপ্রিম কোর্টের একজন বিচারপতি আছেন তৃতীয় লিঙ্গের। এনজিও স্যারে গো চেষ্টায় সরকার ২০১৪ সালে সোহাগীদের গোষ্ঠীর সবাইকে তৃতীয় লিঙ্গের মানুষ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। ওদেরকে আর হিজড়া হিসেবে চিহ্নিত করা যাবে না। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ ব্যাপারে বেশী উৎসাহিত হয়ে সোহাগীদের পুনঃর্বাসনের ব্যবস্থা করছেন। ওদেরকে স্বাবলম্বী হয়ে ওঠার প্রেরণা শক্তি এবং সাহস যোগাচ্ছেন। কুটির শিল্প, হাঁস মুরগী পালন গোবাদি পশুর খামার ইত্যাদি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করছে সরকার প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে। তথাপি ওদের তো মাথা গোঁজার স্থান নেই। ওদেরকে কেউ বাড়ী ভাড়া দিতে চায় না। ওরা আলাদাভাবে বাড়ী ভাড়া নিতে পারে না। ওদের থাকতে হয় একত্রে নিজেদের নিরাপত্তার জন্য। ব্যপারটা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উপলব্ধি করেছেন। তিনি এমনিতেই বলেছেন বাংলাদেশের মানুষ কেউ গৃহহীন থাকবে না। পর্যায়ক্রমে সকল ভূমিহীন আশ্রয়হীনদের তিনি আশ্রয়ের ব্যবস্থা করবেন। সৃষ্টি করেছেন আশ্রায়ণ প্রকল্প সারা দেশ জুড়ে। সেই প্রকল্পের আওতায় এ যাবত লক্ষ্যাধিক আধা-পাকা গৃহ নির্মান করিয়েছেন যেগুলো আশ্রয়হীন পরিবারকে দলিল করে দিয়েছেন। সবচে' আগে এই আশ্রয়হীন প্রকল্পের মাঝে তৃতীয় লিঙ্গের মানুষ গুলোকে ঘর করে দিয়েছেন সিরাজগঞ্জে, কিশোরগঞ্জে এবং ঢাকার উপকন্ঠে। সারা দেশের তেত্রিশ হাজার তৃতীয়লিঙ্গের মানুষের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। শুধু ঘর নয় এর সাথে তাদেরকে কুটির শিল্প, হাঁস মুরগী ও গোবাদি পশুর খামারের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন যেন কাজের জন্য জীবিকার জন্য ওদের কারো কাছে হাত পাততে না হয়। ট্রাফিক সিগনালে মানুষের জামা ধরে টানতে না হয় পয়সার জন্য।

কিছুদিন আগে ইউটিউবে দেখছিলাম সিরাজগঞ্জের সেই আবাসন প্রকল্পের উপর একটি প্রতিবেদন। সেই প্রকল্পে ৫০ জন তৃতীয় লিঙ্গের মানুষের ঘর হয়েছে। দুটি ঘর, রান্নাঘর, সেনিটারী টয়লেটসহ ছোট্ট উঠোন যেখানে দুটো গরু কিছু হাঁস মুরগী এবং সবজীর বাগান। প্রত্যেকেই এমন করে একটি বাড়ী পেয়েছেন তাঁরা। এটা তাঁদের নিজস্ব বাড়ী – সরকার দলিল করে দিয়েছেন। আমি ওদের কয়েকজনের সাক্ষাৎকার শুনছিলাম। আমি শুনছিলাম – আমার কান্না থামাতে পারছিলাম না। ওরা বলছে – আজ মনে হচ্ছে আমরাও মানুষ। প্রধানমন্ত্রী আমাদের মা বাপ। তিনি সবার প্রধানমন্ত্রী। তৃতীয় লিঙ্গের মানুষেরও প্রধানমন্ত্রী। সবার কাছেই লাথি খাইছি।

তিনি আমাদের মাথা গোঁজার জায়গা করে দিলেন যা এ যাবৎকালে কেউ করে নাই। আমরা প্রধানমন্ত্রীর লম্বা আয়ূ চাই। ঈশ্বর তার মঙ্গল করুক।